মেহেরপুর জাসদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ এর প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা জাসদের সভাপতি ওমর আলীর সভাপতিত্বে এবং মেহেরপুর জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলার সংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মতিন, জাসদ নেতা মিয়াজান আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম এ মালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিল্লুর রহমান, সংস্কৃতিজন শামীম জাহাঙ্গীর, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) জেলার সাধারণ সম্পাদক মীর্জা গালিব উজ্জল, শিক্ষক সাজেদুর রহমান সাজু, সাহিত্যজন আনোয়ারুল আয়ুব, এবং কবি ছড়াকার ও শিক্ষক ইয়ামিন হাসান রুদ্র সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী ও বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন ।

মুজিবনগরে ৬ কাঠা জমির কলা হারিয়ে দিশেহারা শরিয়তুল্লাহ

লোকের জমিতে কামলা খেটে দুটো পয়সা জোগাড় করে ৬ কাঠা জমিতে কলার আবাদ করেছিলাম। কার শত্রুতা আমার উপর বুঝতে পারছিনা। আমার তো কোনো সম্পদ নেই। আমার ক্ষতি কেনো করলো। একমাত্র সম্বল ৬ কাঠা জমির কলাক্ষেত হারিয়ে এভাবেই কথাগুলো বললেন মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের বর্গাচাষী শরিয়তুল্লাহ ওরফে সরন।

রবিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় বাগোয়ান গ্রামের পূর্ব মাঠে শরিয়তুল্লাহ’র ৬ কাঠা জমিতে লাগানো ১৩৬ টি কলাগাছ কেটে তছরুপ

করেছে দূর্বৃত্তরা।

শরিয়তুল্লাহ জানান, বিদেশ গিয়েছিলাম। সেখান থেকে খালি হাতে ফিরে এসেছি। আমার মাত্র ১৮ কাঠা জমির মধ্যে পূর্ব মাঠে মাত্র ৬ কাঠা জমিতে কলা আবাদ করেছিলাম। ১৩৬ কলার কাঁদি ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলাম। অগ্রীম ১০ হাজার টাকা দিয়ে একজন কলা ফঁড়িয়া কিনে নিয়েছিলেন। এখন তো তাকেও সেই ১০ হাজার টাকা ফেরত দিতে হবে। আমি এখন কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় কৃষক হত্যায় ৫ ভাইয়ের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে জমাজমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জের ধরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায়ে আপন পাঁচ ভাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সাথে অর্থদণ্ডেরও আদেশ দেন আদালত।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ অতিরিক্ত আদালত-১এর বিচারক তাজুল ইসলাম জনাকীর্ণ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের দুজনের উপস্থিতিতে এই রায় দেন। রায়ে প্রত্যেককে পৃথকভাবে ২৫হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর সাজার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন, কুমারখালী উপজেলার মাঝগ্রামের বাসিন্দা মৃত রহমত সেখের ছেলে উজ্জল হোসেন(৪৭), জালাল উদ্দিন (৫৬), সেজ্জাত ওরফে সুজাত(৪৩), আব্দুল গফুর (৬৭) এবং সুজন হোসেন (৩৮)।

আদালতের মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০০৭ সালের ১১জুন রাত সাড়ে ১০টায় কুমারখালী উপজেলার খোদ্দবন গ্রামের আলিমদ্দিন সেখের ছেলে জামাল উদ্দিন সেখ নিজ ধানক্ষেতে সেচ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে আসামিরা পূর্ব শত্রুতার জেরে সংঘবদ্ধ হয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। তারা জামাল উদ্দিন সেখকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে। এতে জামাল উদ্দিন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই আফিল উদ্দিন সেখ বাদী হয়ে আটজনের

নামোল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন কুমারখালী থানায়।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০০৮ সালের ০৭ জানুয়ারি ১২জনের বিরুদ্ধে কৃষক জামাল উদ্দিন হত্যায় জড়িত অভিযোগ এনে আদালতের চার্জশীট দাখিল করেন কুমারখালী থানার উপ পুলিশ পরিদর্শক সামছুল আলম সিদ্দিকী।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পিপি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী জানান, কুমারখালী থানার জমি সংক্রান্ত দ্বন্দের জেরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জামাল উদ্দিন নামের কৃষককে হত্যার দায়ে আপন পাঁচ সহোদরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ ২৫হাজার টাকা অর্থদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আরও এক বছর সাজা খাটতে হবে তাদের। সেইসঙ্গে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ মামলায় মজনু, বিল্লাল, মো. হেলাল, জলিম উদ্দিন, সাকাই, দুলাল এবং আব্দুর রহিমকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

১৫ নভেম্বর থেকে অফিস ৯-৪টা

আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে অফিস সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে। সোমবার (৩১ অক্টোবর) মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে সরকারি অফিস সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে।

এ ছাড়া ২০২৩ সালে সরকারি ছুটি ২২ দিন বলে জানিয়েছেন আনোয়ারুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আগামী বছর সাধারণ ও নির্বাহী আদেশ মিলিয়ে ২২ দিন সরকারি ছুটি থাকবে। এর মধ্যে ৮ দিন পড়েছে শুক্র এবং শনিবার।

তিনি বলেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছুটির এ তালিকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রবাসীর স্ত্রী নিয়ে উধাও তিন সন্তানের জনক

তিন পরিবারকে পথে বসিয়ে প্রবাসীর স্ত্রীকে শিশু বাচ্ছাসহ ভাগিয়ে নিয়ে গেছে তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন। ভ’ক্তভোগী ওই তিনটি পরিবার এখন অভিযুক্ত কালু হোসেনের বিচার দাবীতে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে।

জানা গেছে, করমদী গ্রামের নজিমুদ্দীনের ছেলে কালু হোসেনে প্রায় ২৫ বছর আগে পার্শ্ববর্তি কল্যাণপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকার লাইলী খাতুনের সাথে বিয়ে করে। বিয়ের পর শশুরের দেওয়া জমিতেই ঘর বানিয়ে থেকে যান কালু হোসেন। তার ২ মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও এখনো ছোট মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে তার। তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন একই গ্রামের কাতার প্রবাসী রহিদুল ইসলামের স্ত্রী এক সন্তানের জননী শুকিলা খাতুন (২৮) এর সাথে পরোকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। চলতি মাসের ১২ তারিখে তারা অজানার উদ্যেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন।

শুকিলা খাতুনের ভাসুর নাজিমুদ্দীন বলেন, আমার ভাই রহিদুল কাতারে রয়েছেন। সেখান থেকে পাঠানো প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা, ৫ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, টাকা ও স্বর্ণালংকার আমাদের কাছে বিষয় নয়, ৪ বছর ২ মাস বয়সী ভাইস্তি মুস্তাকিমকে তারা হত্যা করতে পারে।

আমার প্রবাসী ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেছি। মামলার পরে সে মোবাইল ফোনে আমাকে নানাভাবে হুমকী দিচ্ছেন। মামলা তুলে না নিলে তাদের কাছে থাকা ভাইস্তি মুস্তাকিমকে হত্যা করবে বলেও হুমকী দিচ্ছে।

এদিকে কালু হোসেনের স্ত্রী লাইলী খাতুনও তার স্বামী ও পরোকীয়া শুকিলা খাতুনের নামে থানায় অভিযোগ দিয়েছেন। লাইলী খাতুন বলেন, আমার স্বামী প্রায় ২ বছরে ধরে প্রবাসীর স্ত্রী শুকিলা খাতুনের সাথে পরোকীয়া করে আসছে। এই দুই বছরে সে আমাকে শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতন করে আসছে। আমার মায়ের নামে সে ২ লাখ টাকা এনজিও’র কাছ

থেকে তুলে নিয়ে আমাকেও বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আমি আমার ভাইয়ের বোঝা হয়ে আছি। এনজিওর লোকজন আমার বাড়িতে আসছে টাকা নিতে।

তিনি বলেন, শুধু বাবার এই অপকর্মের কারণে, এখন জামায় আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। ছোট একটা ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছি। তিনি বলেন আমার স্বামী কালু হোসেন ও তার পরোকীয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছি। আমি তার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী করছি।

এদিকে শুকিলা খাতুনের দিন মজুর পিতা গোলাম হোসেন বলেন, আমি অনেক কষ্ট করে মেয়েটাকে ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম। তার স্বামী এখন বিদেশ আছে। তার কোনো কিছুর অভাব নেই। আমার কাছ থেকে সমিতি থেকে প্রায় ১ লাখ টাকা তুলে নিয়ে গেছে সে। আমি অভিযুক্ত কালু হোসেনের নামে থানায় মামলা করেছি। আমার মেয়ের সংসার ভাঙার জন্য কালু হোসেনের উপযুক্ত বিচার দাবী করছি।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কাওছার আলী বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত মানবিক। ছোট শিশুটি তাদের কাছে রয়েছে। কালু হোসেনেরও তিনটি সন্তান রয়েছে। আমরা স্থানীয়ভাবে তাদের খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছি। তাদের পেলে বিষয়টি নিয়ে বসে একটা সমাধানে আসা হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একটা অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।

গাংনীতে নয়া প্রতারক চক্রের হানা, বিভিন্ন গ্রামে ভাতা দেয়ার নামে টাকা আদায়

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবন্ধী,বয়স্ক ও বিধবাদের ভাতা কার্ড করে দেয়ার কথা বলে গাংনীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার টাকা

নিয়েছে একটি প্রতারক চক্র। সমাজ সেবা অফিস থেকে ভাতার টাকা গ্রহনের কথা বলে ভুক্তভোগীতের হাতে একটি নীল রংয়ের মানি রিসিপ্ট দিয়েছে প্রতারকচক্রটি।

প্রতারক চক্রের দেয়া মানি রিসিপ্ট নিয়ে সোমবার সকালে গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা অফিস থেকে বেশ কয়েকজন টাকা নিতে আসলে প্রতারণার বিষয়টি জানাজানি হয়।

জানাগেছে, ‘বিদেশী সংস্থা সৌদিআরব অনুদানের তালিকা’ নামক একটি নীল রংয়ের ফরম যার রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার ২০৮৬৫১, পুরুনের মাধ্যমে গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা গ্রামের রুমিয়া খাতুন নামের এক বৃদ্ধার কাছ থেকে নিয়েছে ৬ হাজার টাকা।

রাইপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের হাবিবুর রহমানের মেয়ে আমিনা খাতুনের বিধবা ভাতা এক কালীণ মোটা অংকের টাকা পাইয়ে দেবার কথা বলে নগদ নিয়েছে ৩ হাজার টাকা এবং ০১৭৪১৪৭৮১৮৮ নাম্বারে বিকাশ নিয়েছে ২ হাজার টাকা, ছাতিয়ান গ্রামের ওমর আলীর ছেলে শাহিনের প্রতিবন্ধী কার্ডের মাধ্যমে এককালীণ মোটা টাকা পাইয়ে দেবার কথা বলে নিয়েছে ৫ হাজার টাকা। এভাবে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের প্রতারক চক্রটি অসহায় মানুষকে ধোকা দিয়ে হাজার হাজার টাকা নিয়ে অত্নগোপন করেছে। টাকা দেয়া ব্যাক্তিরা সোমবার সকালে গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা অফিসে একটি নীল রংয়ের মানি রিসিপ্ট(রশিদ) নিয়ে টাকা নিতে আসেন।

টাকা নিতে আসা বৃদ্ধা রুমিয়া জানান, তিনজন লোক শুক্রবার সকালে গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা অফিসের কর্মচারী পরিচয়ে আমাদের বাড়িতে যায়। আমাদের ভাতা কার্ড এর মাধ্যমে এককালীণ ২৫ হাজার টাকা পাইয়ে দেবে । যারা আমাদের সদস্যভুক্ত হবে শুধুমাত্র তারাই টাকা পাবে বলে জানালে আমি ধার দেনা করে ৬ হাজার টাকা দিই। আজ সোমবার সকালে সমাজ সেবা অফিসে টাকা নিতে এসে শুনছি এসব ভুয়া কথা।

প্রতারণার শিকার আমিনা খাতুন জানান,একটি নীল রংয়ের ফরম নিয়ে আমাদের বাড়িতে দুইজন লোক যান। তারা গাংনী সমাজ সেবা অফিসের পরিচয়ে বলে সরকার আপনাকে ৩০ হাজার টাকা দিয়েছে।উক্ত টাকা তুলতে হলে ৬ হাজার টাকা জমা দিতে হবে, আজকে না দিলে ওই টাকা পাওয়া যাবেনা। আমি আমার এক প্রতিবেশির কাছ থেকে ধার করে উক্ত টাকা পরিশোধ করি। তারা আমার হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলেন এই কাগজটি নিয়ে গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা অফিসে গেলে টাকা পাবেন। তাই

আমি টাকা নিতে এসে শুনছি এসব প্রতারণা।

এমন তথ্য জানালেন ছাতিয়ান গ্রামের প্রতিবন্ধী শাহিনের পিতা ওমর আলী। এভাবে একটি সংগবদ্ধ প্রতারক চত্র গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে টাকা তুলে আত্নগোপন করেছে। টাকা দিয়ে প্রতারিত হয়েছেন এমন অনেকেই লজ্জায় মুখ খুলছেন না।

একে একে সমাজ সেবা অফিসে এসে টাকার কথা বলে বিব্রত হয়ে পড়েন সমাজ সেবা কর্মকর্তা।

গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলী জানান, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় একটি প্রতারক চক্র মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলার জন্য মাঠে নেমেছে। অনেকেই প্রতারণার শিকার হয়ে টাকা হারিয়েছেন এমন সংবাদ শুনেছি। অনেকেই আমাদের দপ্তরের নাম ভাঙ্গাচ্ছেন। জনগন সচেতন হলে এসব প্রতারণার শিকার হবেনা। কাউকে টাকা পয়সা দিয়ে প্রতারিত হবেন না। কোন ব্যাক্তি আমাদের নাম করে গ্রামে গেলে সাথে সাথে তাদের আটক করে পুলিশে দেয়ার অনুরোধ করেন।

মেহেরপুরে গাঁজা ও হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এক গ্রাম হেরোইন ও ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে।

আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকার সামসুল আলমের ছেলে সোলাইমান হোসেন (২৬) ও গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে আলমগীর হোসেন (৩২)।

রবিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১২ টার দিকে সদর থানা পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকায় সোলাইমান হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করে থানায় নেন। অপরদিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তার ছেলে আলমগীর হোসেনকে আটক করে।

আলমগীর হোসেন পেশায় একজন রং মিস্ত্রি বলে জানান পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হেরোইন ও গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় সদর ও গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দিয়ে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ১২ মামলার আসামি ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতার

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে লালন হোসেন (৩৩) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ৬ বিজিবি বাজিতপুর ক্যাম্প। লালন হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

রবিবার (৩০ অক্টোবর) দিবাগত রাত ৭ টার দিকে সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক ১১৯/১০আরএস পিলারের এর নিকট থেকে তাকে গ্রেফতার করে বিজিবি।

৬ বিজিবির বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার এসিও মোকলেছুর রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল তাকে গ্রেফতার করেন।

অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিজিবির পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় ১৯৭৩ সালের পাসপোটৃ আইনের ৩ ধারায় একটি মামলা দেওয়া হয়েছে। যার মামলা নং ৩৩।

বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার এসিও মোকলেছুর রহমান বলেন, সীমান্তের ১১৯/১০ আর এস পিলারের নিকট দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে লালনকে গ্রেফতার করে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে সদর থানার মামলার বাদী সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, গ্রেফতারকৃত লালন হোসেনের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, পাসপোর্ট ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে তার বিরুদ্ধে ১২ টি মামলা রয়েছে।

আজ সোমবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরের দিকে লালন হোসেনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গড়াইটুপিতে শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী শ্রী কাত্যায়নী পূজা

কার্তিক বা কত্যায়নী পূজা হিন্দু বাঙালিদের একটি জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসব কে ঘিরে চুয়াডাঙ্গায় এবারও পুরনো রীতি অনুসারে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী কত্যায়নী পূজা উৎসব মুখর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কলাগাছি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পূর্জার সকল কাজ সম্পুর্ন শেষে আজ ৩০ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এ পূর্জার আনুষ্ঠানিকতা। ৫ দিনের এ উৎসব আগামী ৩ নভেম্বর দশমী বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে।

রবিবার(৩০ অক্টোবর) হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরনো রীতি অনুসারে অতীতের মতো প্রতিবছরের ন্যায় জেলার দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের কলাগাছি গ্রামের দু’টি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী কাত্যায়নী পূজা বা কার্তিক পূজার এ উৎসটি।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা উৎসব।এ দূর্গা উৎসবের ঠিক একমাস পরই কলাগাছির হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্তিকী বা কাত্যায়নী পূজাটি উদযাপন করে থাকেন। এ পূজাকে ঘিরে কলাগাছির হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।

পূর্জা প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা যায়, ইতিমধ্যেই পাবনা থেকে আগত

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]